স্কুলে নির্যাতিতাকে প্রশ্ন করা নিয়ে কোর্টের নির্দেশ

কলকাতা, ১১ জুলাই ঃ বেহালার এমপি বিড়লা ফাউন্ডেশন হাইস্কুলের ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের ঘটনায় নির্যাতিতা শিশুকে কীভাবে সওয়াল-জবাব করা হবে, নিম্ন আদালতকে তার গাইডলাইন বেঁধে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এই মামলায় অভিযুক্ত ওই স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী মনোজকুমার মান্না হাইকোর্টে জামিনের আর্জি জানায়। সেই মামলার শুনানির সময় এই গাইডলাইন বেঁধে দেয় হাইকোর্ট।

স্কুলের মধ্যেই তিন বছরের এক ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন শিশুটির অভিভাবকরা। তদন্তে নেমে পুলিশ স্কুলেরই এক কর্মীকে গ্রেফতার করে। নিম্ন আদালতে মামলার শুনানি শুরু হয়। নিম্ন আদালতে জামিন না পাওয়ায় অভিযুক্ত কর্মী হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানান। অপরদিকে ছাত্রীর অভিভাবকের আইনজীবী জানান, শিশুটি এখনও আতঙ্কে রয়েছে। তাই আদালতে যাওয়া সম্ভব না। এরপর বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি রবিকিষান কাপুরের ডিভিশন বেঞ্চ নিম্ন আদালতকে জানায়, নির্যাতিতা যেহেতু শিশু তাই পকসো আইনের ৩৩ নম্বর ধারা মেনে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করে তাকে প্রশ্ন করা হবে। দরকার পড়লে তার বাব মায়ের উপস্থিতিতে তাকে জেরা করতে হবে। এছাড়াও সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে একজন প্রশিক্ষিত মনোবিদকে। একটানা প্রশ্ন করা চলবে না এবং একদিনের মধ্যেই শেষ করতে হবে হবে জেরাপর্ব। অভিযুক্তের জামিনের আর্জির শুনানি আগামী ১৮ জুলাই হবে বলে জানিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

আসছেন দোলা সেন

ফালাকাটা, ১১ জুলাই ঃ আগামী ১৬ জুলাই ফালাকাটায় আসছেন আইএনটিটিইউসি-র রাজ্য সভানেত্রী তথা সাংসদ দোলা সেন। ওইদিন বেলা ২টোয় ফালাকাটা কমিউনিটি হলে জেলা শ্রমিক কনভেনশনে যোগ দেবেন তিনি। আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন ব্লকের ৭০০ প্রতিনিধি এতে উপস্থিত থাকবেন। ফালাকাটা ব্লক আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি অশোক সাহা এখবর জানিয়ে বলেন, 'সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত ভোটের ফলাফল পর্যালোচনা ও ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচিতে যোগদানের বিষয়ে ওই কনভেনশনে বিস্তারিত আলোচনা হবে।'

আজকের দাম

পেট্রোল টাঃ ৭৯.৯০
ডিজেল টাঃ ৭১.৪৩

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।

–সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল

আপনার মতামত

আজকের প্রশ্ন

ফ্রান্স কি এবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ?

SMS করুন।

আপনার মোবাইলের মেসেজ option থেকে type করুন UBSOPINION স্পেস দিয়ে লিখুন YES বা NO পাঠিয়ে দিন 575756 নম্বরে বিকেল চারটের মধ্যে।

গতকালের প্রশ্ন

সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলোয়ারের সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়া কি ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা বাড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে ?

হ্যাঁ	না
৬২%	৩৮%

দিনের কথা

পঞ্চায়েত ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা নিয়ে ঝামেলা যা হয় বা হয়েছে, সবটাই রাজ্যের বর্তমান পঞ্চায়েত আইনে স্পষ্টভাবে কিছু বলা নেই বলে।

–সুব্রত মুখোপাধ্যায়, পঞ্চায়েতমন্ত্রী
(পঞ্চায়েত আইন সংশোধনের প্রস্তাব দিয়ে)

আবহাওয়া

১১ জুলাইয়ের তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	৩২.৩	২৭.২
শিলিগুড়ি	৩২.০	২৩.৬
জলপাইগুড়ি	৩২.৫	২৫.৭
কোচবিহার	৩৪.৬	২৬.১
আলিপুরদুয়ার	৩৩.৭	২৭.০
মালদা	৩৪.৮	২৭.৬
রায়গঞ্জ	৩৪.৩	২৬.৪
গ্যাংটক	২১.৮	১৮.৭

বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাস ঃ
মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি হতে পারে।

বিন্দু বিসর্গ

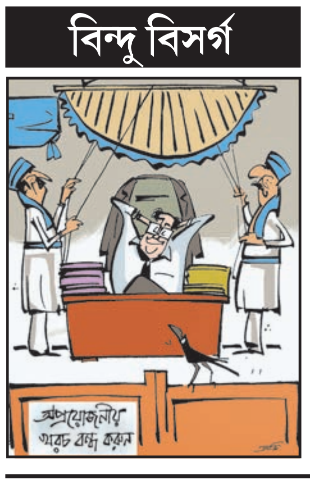

সাবেক ছিটমহলের বাত্রিগাছ ফ্র্যাগমেন্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্‌বোধনী পর্ব। ছবি ঃ পার্থসারথি রায়

সাবেক ছিটমহলবাসীর জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়

দিনহাটা, ১১ জুলাই ঃ বাত্রিগাছ ফ্র্যাগমেন্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্‌বোধন হল বুধবার। উদ্‌বোধন করেন কোচবিহার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারপার্সন ডঃ কল্যাণী পোদ্দার। এর ফলে দিনহাটা-১ ব্লকের বাত্রিগাছ এলাকার সাবেক ছিটবাসীর ছেলেমেয়েরা এই প্রথম লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে।

সাবেক ছিটের অন্তর্গত বাত্রিগাছ ফ্র্যাগমেন্ট, সিঙ্গীমারি-মদনাকুড়া, অন্দরান সিঙ্গীমারি প্রভৃতি এলাকায় শিশুদের জন্য এই প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু হল। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩৬ শতক সরকারি জমির উপর বিদ্যালয়টি তৈরি হয়েছে। ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই ছিটমহল বিনিময়ের পর থেকে অন্যান্য জায়গার মতো জেলার বাত্রিগাছ সাবেক ছিটেও রাজ্য সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করে। আপাতত দুজন শিক্ষক নিয়োগ করে ৭৫ জন খুদে পড়ুয়াকে নিয়ে বিদ্যালয়টি এদিন পথচলা শুরু করে। এদিনের অনুষ্ঠানে চেয়ারপার্সন ছাড়াও ডিআই নৃপেনকুমার সিন্‌হা, ডিপিও মহাদেব শৈব, এআই আতিকুর ইসলাম, এসআই সামাদুল শেখ, বিডিও পার্থ চক্রবর্তী, বিদায়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আব্দুল কুদ্দুস মিয়াঁ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এলাকায় প্রথম স্কুল চালু হওয়ায় স্থানীয় ছিটমহলবাসী ভীষণ খুশি। স্থানীয় প্রবীণ বাসিন্দা মহম্মদ আলি, আমজাদ সরকাররা জানান, আমরা লেখাপড়া শিখতে পারিনি। এমনকি ছেলেমেয়েদেরও শেখাতে পারিনি। এবার আমাদের নাতি-নাতনিরা স্কুলে যাবে, লেখাপড়া শিখে মানুষ হওয়ার সুযোগ পাবে। মজিদুল হক, এন্দাদুল হোসেন, হেদায়েত মিয়াঁ সহ একাধিক অভিভাবক বলেন, এখন আমাদের ঘরের বাচ্চারা পড়াশোনা শিখবে। আমরা খুশি।

ডঃ কল্যাণী পোদ্দার বলেন, বিদ্যালয় চালু হলেও মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা করতে কিছুটা সময় লাগবে। তবে বিডিওকে আপাতত শুকনো খাবারের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে একটি টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করার কথাও বলা হয়েছে। বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষক অভিজিৎকুমার রায় ও পৃথ্বীরাজ রায় ছাড়াও আরও একজন শিক্ষিকাকে বিদ্যালয়টিতে নিয়োগ করা হবে বলে কল্যাণীদেবী জানান। ডিআই নৃপেনকুমার সিন্‌হা বলেন, প্রত্যেক শিশুকে বিদ্যালয়মুখী করার সরকারি লক্ষ্যকে পূরণ করতে এই বিদ্যালয় চালু করা হল। সাবেক ছিটের শিশুরা এখন বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ করার সুযোগ পাবে। নৃপেনবাবু জানান, জেলার সাবেক ছিটের এটি দ্বিতীয় বিদ্যালয়। ইতিপূর্বে মেখলিগঞ্জে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তীতে পোয়াতুরকুঠিতে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে।

অভিযানে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ

দিনহাটা, ১১ জুলাই ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চ্যাংরাবান্ধা থেকে দিনহাটা মহকুমায় তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল ঠেকাতে পুলিশকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আক্রান্ত হল পুলিশ। দিনহাটা মহকুমার সিতাই ব্লকের নিউবাজার এলাকায় অভিযান চালাতে গেলে গুলিবিদ্ধ হন এক পুলিশকর্মী। পরিমল বর্মন নামে ওই পুলিশকর্মীকে সিতাই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখান থেকে কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

দিনহাটায় তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল দীর্ঘদিনের। মূলত বিভিন্ন গ্রামের ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে থেকেই তৃণমূল ও তৃণমূল যুবর মধ্যে গোষ্ঠী সংঘর্ষ শুরু হয়। পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই কোন্দল চরম আকার নেয়। দলের টিকিট না পেয়ে তৃণমূল যুবর একটা বড়ো অংশ নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ফলে নির্বাচনে জিততে উভয়পক্ষই মরিয়া হয়ে উঠলে গ্রামগঞ্জ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রতি রাতে চলে সংঘর্ষ। বোমা থেকে গুলি সবই চলে। গিতালদহে এক তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয়। পঞ্চায়েত নির্বাচন পেরিয়ে গেলেও গোষ্ঠী সংঘর্ষ থামার লক্ষণ নেই। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়েছে যে মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধার প্রশাসনিক বৈঠক থেকে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই বুধবার দুপুরে তৃণমূল যুবদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে আক্রান্ত হয় পুলিশ। দিনহাটার এসডিপিও উমেশ গণপতের নিরাপত্তারক্ষী পরিমল বর্মন গুলিবিদ্ধ হন। তাঁকে প্রথমে সিতাই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁকে কোচবিহারে স্থানান্তরিত করা হয়। সিতাইয়ের তৃণমূল বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মাবসুনিয়া বলেন, 'সিপিএম ও বিজেপি থেকে আসা কিছু দুষ্কৃতী এদিন দুপুরে সিতাইয়ের নিউবাজার এলাকার একটি বাড়িতে তৃণমূল যুবর দুষ্কৃতীদের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখান থেকে হামলা চালানোর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছিল। পুলিশ এই খবর পেয়ে অভিযান চালাতে গেলে পুলিশের ওপর গুলি ও বোমা নিয়ে হামলা চালানো হয়।' অপরদিকে, কোচবিহার জেলা তৃণমূল যুব সম্পাদক নিশীথ প্রামাণিক বলেন, 'পুলিশ-প্রশাসন আইন অনুযায়ী কাজ করবে। যদি কেউ গোষ্ঠীকোন্দল করার চেষ্টা করে তাদের চিহ্নিত করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে। তবে জেলায় তৃণমূলের সঙ্গে তৃণমূল যুবদের কোনো কোন্দল নেই।' কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার ডঃ ভোলানাথ পান্ডে বলেন, 'ওই বাড়িতে প্রচুর অস্ত্র ও বোমা মজুত রাখার খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালাতে গেলে এক পুলিশ কনস্টেবল আহত হন। তবে গুলিতে আহত কিনা এ বিষয়ে কিছু বলতে চাননি। কোচবিহার জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'দুষ্কৃতীরা পুলিশের ওপর হামলা চালিয়েছে। গোষ্ঠীকোন্দলের কোনো ব্যাপার নেই।'

মেডিকেল কলেজে অধ্যক্ষ ছাড়া সবাই অনুপস্থিত

ভুলে ভরা বায়োমেট্রিকে উদ্‌বেগ

রণজিৎ ঘোষ ● শিলিগুড়ি

১১ জুলাই ঃ আগামী মাস থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরে বায়োমেট্রিক অ্যাটেনড্যান্স বাধ্যতামূলক হচ্ছে। এর উপরে নির্ভর করেই বেতন পাবেন চিকিৎসক থেকে চিকিৎসাকর্মী সকলেই। কিন্তু উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে গত এক মাসের বায়োমেট্রিক অ্যাটেনড্যান্সের যে হিসাব পেশ করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, একমাত্র অধ্যক্ষই উপস্থিত রয়েছেন। বাকি সমস্ত চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মীদের হয় অনুপস্থিত হিসাবে দেখানো হয়েছে, নতুবা কারও 'ইন' আছে 'আউট' নেই, কারও আবার উলটোটিও রয়েছে। এমনকি বহু চিকিৎসক, বিভাগীয় প্রধানকে মেডিকেল টেকনিশিয়ান হিসাবেও দেখানো হয়েছে। চিকিৎসকদের বক্তব্য, আগামী মাসেও যদি বায়োমেট্রিক যন্ত্র থেকে এভাবেই তুঘলকি হিসাব বের হয়, তাহলে তো প্রত্যেকেরই বেতন বন্ধ হয়ে যাবে। মেডিকেল সুপার ডাঃ কৌশিক সমাজদার বলেন, 'কিছু টেকনিকাল সমস্যা রয়েছে। আগামী মাস থেকে এই বায়োমেট্রিক যন্ত্রই উপস্থিতির সমস্ত হিসাব রাখবে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই পুরো বিষয়টিকেই আপগ্রেড করা হবে। আশা করছি সমস্যা মিটে যাবে।'

প্রায় দেড় বছর আগে মেডিকেলে বায়োমেট্রিক অ্যাটেনড্যান্স পদ্ধতি চালু হয়েছে। তবে, বায়োমেট্রিকের পাশাপাশি অ্যাটেনড্যান্স রেজিস্টারেও দৈনিক নিজেদের উপস্থিতির সই করতেন চিকিৎসক থেকে শুরু করে সকলেই। ফলে বায়োমেট্রিক যন্ত্রের হিসাব বের না করে এতদিন অ্যাটেনড্যান্স রেজিস্টার দেখেই বেতন হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষামূলকভাবে গত জুন মাসে এখানকার বায়োমেট্রিক যন্ত্রগুলিকে অনলাইনে স্বাস্থ্যভবনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ৫ জুন থেকে সকলকেই এই যন্ত্রে অ্যাটেনড্যান্স দিতে হচ্ছে। মেডিকেল কলেজ বা হাসপাতালে ঢোকা এবং বের হওয়ার সময় দুবার আঙুলের ছাপ দিতে হয়। মঙ্গলবার মেডিকেলে সুপারের ঘরের বাইরের দেয়ালে চিকিৎসক থেকে শুরু করে সকল স্বাস্থ্যকর্মীরই ৯ জুলাই পর্যন্ত বায়োমেট্রিক অ্যাটেনড্যান্সের তালিকা ঝোলানো হয়েছে। এই তালিকায় দেখা যাচ্ছে, একমাত্র কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ সমীর ঘোষ রায়ের নামের পাশেই পি অর্থাৎ তিনি উপস্থিত বলে লেখা রয়েছে। বাকি কোনো চিকিৎসক বা চিকিৎসাকর্মীর নামের পাশে উপস্থিত লেখা নেই। কারও নামের পাশে অ্যাবসেন্ট (এএ), কারও নামের পাশে পিএক্স, আবার কারও নামের পাশে ইই লেখা রয়েছে। এগুলির আক্ষরিক অর্থও কেউ বলতে পারেননি। তালিকায় দেখা যাচ্ছে, বহু চিকিৎসকই রাত ১২টায় 'ইন' করেছেন অর্থাৎ মধ্যরাতে ডিউটিতে এসেছেন। আবার তালিকায় বেশ কিছু চিকিৎসককে মেডিকেল টেকনিশিয়ান হিসাবেও দেখানো হয়েছে। চক্ষু বিভাগের প্রধান ডাঃ রবীন্দ্রনাথ সাহাকেও দেখানো হয়েছে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসাবে। হাসপাতাল সুপারের উপস্থিতিও বায়োমেট্রিকে নেই। এই তালিকা ঝোলানোর পর থেকেই চিকিৎসক থেকে শুরু করে সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীর মধ্যেই হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছে। সকলেরই বক্তব্য, এ তো ভুলের কুরুক্ষেত্র হয়ে গিয়েছে। নাম, বিভাগ যেমন ঠিকঠাক নেই, তেমনই উপস্থিতির তথ্যও ভুলে ভরা। আগামী মাস থেকে যদি এই প্রযুক্তির উপরে নির্ভর করেই বেতন দেওয়া হয়, তাহলে তো কোনো চিকিৎসক বা চিকিৎসাকর্মীই বেতন পাবেন না। তখন স্থানীয়ভাবে সুপার বা অধ্যক্ষকে বলেও কিছু হবে না। কেননা পুরো বিষয়টিই স্বাস্থ্যভবন থেকে দেখভাল করা হবে।

বিষয়টি নিয়ে বুধবার চিকিৎসকদের একাধিক সংগঠন এবং কর্মী সংগঠনের পক্ষ থেকেও মেডিকেল অধ্যক্ষ এবং সুপারের কাছে দরবার করা হয়েছে। বায়োমেট্রিক অ্যাটেনড্যান্সের ব্যবস্থা থাকলেও যাতে খাতায়-কলমেও উপস্থিতির হিসাব রাখা হয়, সেই দাবি জানানো হয়েছে। মেডিকেল সুপার জানিয়েছেন, 'বায়োমেট্রিক যন্ত্রগুলি ঠিক করার জন্য টেকনিশিয়ানরা আসছেন। স্বাস্থ্যভবনেও বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। একটা নতুন ব্যবস্থা চালু হলে কিছু সমস্যা প্রথম দিকে হতেই পারে।'

নবনির্বাচিতদের প্রশিক্ষণের নির্দেশ পঞ্চায়েত দপ্তরের

জলপাইগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির আইন, কাজ ও কাজের পরিধি সম্পর্কে ধারণা দিতে চলতি মাসেই নবনির্বাচিত সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিতে চলেছে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন। শপথগ্রহণের আগেই এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতা আসনগুলি নিয়ে সুপ্রিমকোর্ট এখনও কোনো রায় না দেওয়ায় নবনির্বাচিত সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে নবনির্বাচিত সদস্যদের প্রশিক্ষণের নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। প্রশিক্ষণের জন্য দপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগ থেকে চারজন প্রশিক্ষককে জলপাইগুড়িতে পাঠানো হবে। চলতি মাসের শেষে প্রশিক্ষণ শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ হবে জলপাইগুড়ির রিজিওনাল ট্রেনিং সেন্টারে, যার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মহকুমাশাসকদের। আর গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের প্রশিক্ষণের জায়গা ঠিক করবেন জেলা গ্রাম উন্নয়ন আধিকারিক। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতা আসনগুলি নিয়ে বিরোধীদের দায়ের করা মামলা এখন সুপ্রিমকোর্টে বিচারাধীন। এই অবস্থায় প্রশিক্ষণ শিবিরে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতা প্রার্থীরাও থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। এ বিষয়ে জলপাইগুড়ি সদর মহকুমাশাসক রঞ্জনকুমার দাস বলেন, 'নির্বাচিত সব সদস্য শিবিরে আসবেন।'

খালি হল জমি

বীরপাড়া, ১১ জুলাই ঃ বীরপাড়ার ভানুনগরে অবস্থিত পানীয় জল প্রকল্পের জলাধার ও পাম্প হাউস চত্বরের জমি ব্যবসায়ীদের গাড়ি ও ব্যবসার মালপত্র রাখার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছিল দীর্ঘদিন ধরে। এ বিষয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে মঙ্গলবার খবর প্রকাশের পর রাত আটটা নাগাদ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কয়েকজন আধিকারিক আসেন ভানুনগরে। গাড়ি ও মালপত্র সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন তাঁরা। রাত দশটা পর্যন্ত কাজ করে প্রকল্পের জমি খালি করে দেওয়া হয়।

ঝুঁকি বাড়ছে

প্রথম পাতার পর

তাই প্রশাসনের উচিত, সমস্ত টোটোচালককে ট্রাফিক আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়ে অবগত করা এবং টোটোচালনার ক্ষেত্রে প্রতিটি শহর ও শহরতলিতে গতিপথ বেঁধে দেওয়া।' ফালাকাটার সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক স্মৃতা সুব্বা বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে যাতে টোটোচালনার পেশাকে অন্য যানবাহনের মতো লাইসেন্সের আওতায় আনা যায়, তা দেখা হবে।'

আট বছরেও খুলে দেখা হয়নি আবেদনপত্র

কর্মসমিতি অনুমোদন দিলে নিয়োগ-বিজ্ঞপ্তি জারি হবে

সানি সরকার ● শিলিগুড়ি

১১ জুলাই ঃ নিয়োগ প্রক্রিয়ার জটিলতা কাটাতে কর্মসমিতির বৈঠকের ওপরেই আস্থা রাখছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবারের বৈঠকে সমস্যার সমাধান হলে শুরু হবে নতুন নিয়োগ। ফলে শূন্যপদের ঘাটতি অনেকটাই মিটবে বলে মনে করেন উপাচার্য ডঃ সুবীরেশ ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, 'আইনি জটিলতা যাতে না দেখা দেয়, তাই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হয়েছে। কর্মসমিতির অনুমোদনের প্রেক্ষিতে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে।' প্রসঙ্গত, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নিয়োগের জন্য ২০১০ সালে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আবেদন জমা পড়ে প্রায় ১৩ হাজার। কিন্তু ইনটারভিউ তো দূরের কথা, আবেদনপত্রগুলি খুলে পর্যন্ত দেখা হয়নি বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রেই খবর। তার জেরেই নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে চরম জটিলতা দেখা দিয়েছিল।

কয়েক বছর ধরে শূন্যপদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও, তা পূরণে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এর মূলেই রয়েছে আট বছর আগের এক সিদ্ধান্ত। অরুণাভ বসু মজুমদার উপাচার্য থাকাকালীন তৃতীয় শ্রেণি এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নিয়োগের জন্য ২০১০ সালে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। অরুণাভবাবু ২০১২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত উপাচার্য পদে থাকলেও কর্মী নিয়োগের জন্য কোনো ইনটারভিউ নেওয়া হয়নি। পরবর্তী সময়েও এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এরই মধ্যে অনেকে অবসর নেওয়ায় শূন্যপদের সংখ্যা বেড়েছে অনেকটাই। কর্মী কম থাকায় কয়েকটি বিভাগে কার্যত অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যার জন্য নিয়োগের দাবিতে আন্দোলনে নামে কর্মী সংগঠনগুলি। আর নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে গিয়েই সমস্যায় পড়তে হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। পুরানো বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যাঁরা সে সময় আবেদন করেছিলেন, তাঁদের বাদ দিয়ে কী করে নতুন করে কর্মী নিয়োগ করা হবে, তা নিয়ে দেখা দেয় জটিলতা। এই জটিলতা কাটাতে পুরানো আবেদনকারীদের ইনটারভিউতে ডাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'অন্যথায় আবেদনকারীদের যে কেউ মামলা করতে পারেন।' বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রেই খবর, সেই সময় জমা পড়া ১৩ হাজার আবেদনপত্র খতিয়ে দেখতে গিয়ে ধরা পড়েছে, আবেদনপত্রগুলি খুলে পর্যন্ত দেখা হয়নি। প্রতিটি আবেদনপত্রের সঙ্গে রয়েছে ড্রাফট। অর্থাৎ সুনামের পাশাপাশি, কয়েক লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের। তবে এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে না চাইলেও উপাচার্য ডঃ সুবীরেশ ভট্টাচার্য বলেন, 'কর্মসমিতি অনুমোদন দিলে নতুন নিয়োগের জন্য কয়েকদিনের মধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। আগে যাঁরা আবেদন করেছিলেন, তাঁদের আর নতুন করে আবেদন করতে হবে না। ইনটারভিউতে তাঁদের সুযোগ দেওয়া হবে।' জানা গিয়েছে, গোটা প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখছেন নিবন্ধক ডঃ দিলীপকুমার সরকার। তাঁর বক্তব্য, আইনি দিকগুলি খতিয়ে দেখেই কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

যোগ্য নয় ফ্রান্স, মত হ্যাজার্ডদের

প্রথম পাতার পর

'জয় এবং হারের মধ্যে পার্থক্য তো খালি একটা ডেড বল পরিস্থিতি। বাকি পুরোটাই তো হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। আমি আমার ছেলেদের জন্য গর্বিত। আমরা আমাদের সবটা দিয়েছি। ফ্রান্সকে ফাইনালের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।' তবে আপাতত তিনি দলের পারফরম্যান্স নিয়ে এখনই নাড়াচাড়া করছেন না। মে মাসেই আগামী দু-বছরের জন্য বেলজিয়ামের দায়িত্ব পেয়েছেন নতুন করে। নিশ্চিতভাবেই বুধবার থেকেই তাঁর আগামী ইউরোর ভাবনাচিন্তা শুরু হয়ে গেল। বলেও গেলেন, 'এখনই এই টুর্নামেন্টে আমরা কেমন খেলেছি তার বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। তৃতীয় স্থানাধিকারীর ম্যাচ খেলতে হবে আগে। তারপর দেখা যাবে কীভাবে আবার দলটাকে নতুন করে তৈরি করা যায়। তবে অবশ্যই আমার চোখ এখন ২০২০-র আগামী ইউরোর দিকে থাকবে। প্রতি টুর্নামেন্টে কীভাবে দলের উন্নতি করা সম্ভব সেটা দেখাই আমার কাজ। আরও তরুণ ফুটবলার তুলে আনতে হবে।' বেলজিয়ামের ২৩ জনের দলে সাতজন ইতিমধ্যেই তিরিশের কোটায়। তিনি যে হতাশ তা গোপন করেননি প্রাক্তন উইগান এবং এভারটন কোচ। সাংবাদিক সম্মেলনে এসে বলে ফেলেন, 'অবশ্যই প্রচণ্ড হতাশ আমি। আমরা এখানে দারুণ খেলে শেষ চারে পৌঁছোতে আসিনি। এসেছিলাম চ্যাম্পিয়ন হতে। তাই আমার ছেলেরা এখন প্রত্যেকেই অসম্ভব মানসিক কষ্টের মধ্যে আছে। ফ্রান্স বড়ো দল। ওরা পরিস্থিতিটা দারুণভাবে কাজে লাগাতে পারল, তবে আমরাও চেষ্টা করেছিলাম।'

কোচের মতোই দলের অন্যতম সিনিয়র ফুটবলার ভিনসেন্ট কোম্পানিও ফ্রান্সকে কৃতিত্ব দিয়েছেন গত রাতে হারের পর। নিজেদের খেলায় হতাশ এই অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার। তিনি বলেন, 'আমরা যে ফ্রান্সের থেকে খারাপ খেলেছি তা নয়। বরং ম্যাচটা আমাদেরই নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু সমস্যাটা হয়ে গেল, সুযোগগুলোকে গোলে পরিণত করার ক্ষেত্রে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে দিনটা আমাদের ছিল না। অত্যন্ত হতাশ লাগছে। তবে এটাই ফুটবল। ফাইনালে ওঠার জন্য ওদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। তবে এটুকু বলতে পারি যারাই চ্যাম্পিয়ন হোক না কেন, তারা কিন্তু কেউই আমাদের থেকে শক্তিশালী নয়।' কোম্পানি রেখেঢেকে বললেও, গোলরক্ষক কুর্তোয়া কিন্তু কড়া কড়া কথাবার্তা বলেছেন হুগো লরিসদের উদ্দেশ্যে। তিনি মনে করেন না সেন্ট পিটার্সবার্গে যোগ্য দল জিতে ফাইনালে গিয়েছে।

বরং ফ্রান্স যে অখেলোয়াড়োচিত মনোভাব দেখিয়েছে সেকথাই বারবার বলেন ম্যাচের পর। তারা সত্যিকারের ফুটবলের মজা দর্শকদের দিতে চায়নি জানিয়ে বেলজিয়াম গোলরক্ষক বলেন, 'ফ্রান্স যা করেছে তা ফুটবল বিরোধী। ওদের ট্যাকটিক্স ঠিক ছিল না। হ্যাঁ, অবশ্যই ওদের এভাবে খেলার অধিকার আছে। কারণ ওরা জানত ওপেন ফুটবল খেললে আমাদের আটকাতে পারবে না। তাই ডিফেন্সিভ এবং কাউন্টার অ্যাটাক নির্ভর ফুটবল খেলেছে ওরা। তবে এটুকু বলতে পারি, ওদের এই খেলাটা দেখতে কারোরই ভালো লাগেনি।' তাঁর দলের অধিনায়ক অবশ্য আরও রুক্ষভাবে বলেন, 'আমি এই ফ্রান্স দলটার হয়ে জেতার থেকে বেলজিয়ামের হয়ে খেলে হারতে বেশি পছন্দ করব।' হ্যাজার্ড এবং কুর্তোয়া দুজনেই রেফারিকেও হারের জন্য সমানভাবে দায়ী করেন। কেভিন ডি' ব্রুয়েন অবশ্য এতটা সরাসরি নয় বরং খানিকটা ব্যঙ্গ এবং কিছুটা দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলে দেন, 'আমাকে দেখে কি আপনাদের ফ্রান্সের উপর খুব বিরক্ত হয়েছি বলে মনে হচ্ছে? আমি ম্যান সিটিতে খেলি। যাদের বিপক্ষে অন্তত ৯০ শতাংশ দলই এভাবেই খেলে থাকে। কী আর করা যাবে। এটাই ফুটবল। ওরা যেটা করতে চেয়েছে সেটাই ভালোভাবে করেছে। একটাই সুযোগ আর সেটাই গোল। আমরা সেটা পারিনি।' অনেকেরই বক্তব্য, আগামী মরশুমে বেশ কিছু ফরাসি ফুটবলারের সঙ্গে সাজঘর ভাগ করে নেবেন বলেই খুব বেশি আক্রমণাত্মক হননি ব্রুয়েন।

সিঙ্গল মাদারদের পাসপোর্টে ছাড়

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃ সিঙ্গল মাদার ও বিবাহবিচ্ছিন্নাদের পাসপোর্ট বানানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতার আশ্বাস দিল কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক। এখন থেকে পাসপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রে সিঙ্গল মাদার ও বিবাহ বিচ্ছিন্নাদের পাসপোর্ট পেতে ডিভোর্স সার্টিফিকেট বা অন্য কোনো সরকারি হলফনামা দেখাতে হবে না। প্রয়োজনে করা হবে না পুলিশি প্রক্রিয়াও। বিদেশমন্ত্রকের তরফে টুইট করে এই আশ্বাস দিয়েছেন স্বয়ং বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। সম্প্রতি এক মহিলা টুইট করে সুষমার কাছে জানতে চান, তাঁর ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তিনি স্বামীর নাম পাসপোর্টে দিতে চান না। সুষমা তৎক্ষণাৎ টুইট করে তাঁকে জানান, সম্প্রতি বিদেশমন্ত্রক এই সংক্রান্ত আইনে পরিবর্তন এনেছে। নিজের পরিচয়পত্রেই যে কেউ আবেদন করতে পারেন। ডিভোর্স সার্টিফিকেট দেখানোর প্রয়োজন নেই।

ন্যাপকিন বিলি

কালচিনি, ১১ জুলাই ঃ চা বলয়ের শ্রমিক পরিবারের মহিলাদের বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন দেওয়ার উদ্যোগ নিল একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। বুধবার কালচিনি চা বাগানের কামারলাইনে ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এডুকেশনাল অ্যাওয়ারনেস ফর উইমেন নামের ওই সংস্থার উদ্যোগে বাগানের শতাধিক মহিলাকে বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন দেওয়া হয়। পাশাপাশি এই বিষয়ে স্থানীয় মহিলাদের সচেতন করা হয়। সংস্থার পক্ষে বিক্রম শর্মা বলেন, সমগ্র ডুয়ার্সের চা বলয়ে তারা প্রতিমাসে বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন তুলে দেবেন দুস্থ মহিলাদের হাতে। সমগ্র ডুয়ার্সে চলতি মাসে ১০ হাজার মহিলার হাতে স্যানিটারি ন্যাপকিন তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিক্রমবাবু।

ব্যভিচার অপরাধই

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে, জোশেফের দায়ের করা মামলা বাতিলের দাবি জানিয়ে কেন্দ্র বলেছে, দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারা এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৮ (২) নম্বর ধারা বাতিল করে দেওয়া সম্ভব নয়। গত ৫ জানুয়ারির শুনানিতে প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ বলেছিল, সমাজ যখন দিনকে দিন এগোচ্ছে, তখন ব্যভিচার সংক্রান্ত ধারাটি খানিকটা হলেও মান্ধাতা আমলের। পরে সেটি সংবিধান বেঞ্চে পাঠানো হয়। সর্বোচ্চ আদালত বলেছিল, সামাজিকভাবে ধরেই নেওয়া হয়, সমস্ত ক্ষেত্রে মহিলারাই অপরাধের শিকার হন। আর সেক্ষেত্রে একমাত্র পুরুষদেরই বিচার করা হয়। ওই ধারাতেও মহিলাদের পুরুষের সঙ্গে সমান চোখে দেখা হয়নি। উল্লেখ্য, ব্রিজলাল বিষ্ণোই মামলায় ১৯৯৬ সালে দিল্লি হাইকোর্ট জানিয়েছিল, একমাত্র বিবাহিত মহিলার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ককেই ব্যভিচার বলা যাবে। কিন্তু বিধবা, যৌনকর্মী বা অবিবাহিত মহিলার সঙ্গে সহবাসকে ব্যভিচার বলা যাবে না।

বনকর্মী নিয়োগে বোর্ড গড়ার সিদ্ধান্ত

শিলিগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ কর্মীর অভাব বন দপ্তরে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এবার তৈরি হচ্ছে ফরেস্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। বুধবার উত্তরকন্যায় আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়।

এদিন বৈঠকে কর্মীর সংখ্যা কম থাকার বিষয়টি উঠতেই মুখ্যমন্ত্রী বন দপ্তরের সচিবকে বলেন, আমি অনেকদিন আগেই বলেছিলাম ফরেস্ট গার্ড নিয়োগ করতে। এতদিনেও কি সেই নিয়োগ করা হয়েছে? সেগুলি কী হল? নিয়োগের ক্ষেত্রে এত দেরি হচ্ছে কেন? তখন বন দপ্তরের সচিব বলেন, ২৬৯ জন ফরেস্ট গার্ড নেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে তাঁরা কলকাতার বাসিন্দা হওয়ার কারণে গরুমারা, জলদাপাড়ায় কাজ করার ব্যাপারে তাঁদের প্রচণ্ড অনীহা। তখন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সবসময় এইসব ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকদের প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন। তখনই ফরেস্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ড গঠনের প্রসঙ্গ উঠতে মুখ্যমন্ত্রী রাজি হয়ে যান। বলেন, যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অনেক সময় শুনি হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে। কিংবা হাতি কোনো বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে চলে গেল। চিতাবাঘের আক্রমণে মৃত্যুর খবরও শুনলাম। এই সব ব্যাপারে বন দপ্তরকে কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে।'

চালু হচ্ছে নয়া ব্যুরো

প্রথম পাতার পর

জেলার ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের অধীনে থাকা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর যদি কোনো ক্রেতাকে তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি যাচাই করে এই বিষয়ে অনুমোদন দেন, তবে সেই ক্রেতা ওই সহায়তাকেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে মামলার সুবিধা পাবেন। বয়স্ক ব্যক্তি বা মহিলা, তপশিলি জাতি-উপজাতিভুক্তরা অবশ্য এই সুবিধা পাবেন। কয়েকটি জেলার ক্রেতা সুরক্ষা ফোরামে এই ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছিল। এখন প্রায় সব জেলাতেই তা চালু হচ্ছে। তবে নতুন জেলাগুলির মধ্যে শুধুমাত্র আলিপুরদুয়ারেই ক্যাব চালু হচ্ছে বলে দপ্তর সূত্রে খবর। ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী সাধন পান্ডে টেলিফোনে বলেন, দেশের মধ্যে প্রথম এ রাজ্যেই ক্রেতাদের সুবিধার জন্য ক্যাব চালু করা হচ্ছে। ক্যাবগুলির মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মামলা লড়তে পারবেন ক্রেতারা। প্রোজেক্টটি চালানোর জন্য আমরা ক্যাবগুলিকে আর্থিক অনুদান দেব। ক্যাবগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রের কাছেও অনুদান চাওয়া হয়েছে। কেন্দ্র আমাদের ক্যাবগুলির প্রশংসা করেছে। শিলিগুড়ি ও আসানসোলে ইতিমধ্যেই ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের সার্কিট বেঞ্চ চালু হয়ে গিয়েছে। এখন জেলায় শীঘ্রই ক্যাবগুলি চালু করা হবে বলে মন্ত্রী সাধন পান্ডে জানিয়েছেন। ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের আলিপুরদুয়ারের উপসহঅধিকর্তা দেবাশিস মণ্ডল বলেন, ক্যাব চালু করার জন্য দপ্তরের একটি ঘর তৈরি রাখা হয়েছে। সেখানে কম্পিউটার, চেয়ার-টেবিল সহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি আছে। রাজ্যের নির্দেশ পেলেই অনুমোদিত সংস্থাকে ক্যাব চালু করার অনুমতি দেওয়া হবে। আলিপুরদুয়ার জেলার ক্যাব চালানোর অনুমোদনপ্রাপ্ত ফালাকাটা সংযোগ সংস্থার কোঅর্ডিনেটর রাহুল বাজপেয়ী বলেন, ইতিমধ্যেই ক্যাব চালানোর জন্য আমরা দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছি। সাধারণ মানুষ যাতে অযথা হয়রান না হন এবং খুব সহজেই যাতে প্রতারিত ক্রেতারা মামলা করতে পারেন, সে বিষয়টি তাঁরা গুরুত্ব সহকারে দেখবেন।

জেলায় বাইরের লোক ঢুকছে

প্রথম পাতার পর

সেই কারণে বিডিওদের প্রতিটি এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে হবে, যাতে সন্দেহজনক কাউকে দেখলে মানুষ তাঁদের খবর দেন।' এ ব্যাপারে সিভিক ভলান্টিয়ারদের আরও বেশি করে কাজে লাগাতে চান মুখ্যমন্ত্রী, যাতে 'ইনফরমেশন চ্যানেল' আরও মজবুত করা যায়। সরকারি আধিকারিকদের পরামর্শ দেওয়ার ঢঙে তিনি প্রথমে বলেন, 'মানুষের সঙ্গে প্রতিদিন কথা বলতে হবে। আমিও প্রতিদিন নবান্ন যাওয়ার আগে মানুষের সঙ্গে কথা বলে যাই।' তারপর কিছুটা কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, 'আমি যদি পারি আপনারা পারবেন না কেন?'

আলিপুরদুয়ার জেলাপরিষদের সভাধিপতি মোহন শর্মা এদিনের বৈঠকে জেলার কিছু সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'জয়গাঁতে অনেক সরকারি জমি রয়েছে, যেগুলো বেহাত হয়ে যাচ্ছে। ল্যান্ড ব্যাংক করা গেলে সরকারের অনেক আয় হবে। এছাড়া নিউ জয়গাঁ টাউনশিপের যদি কোনো পরিকল্পনা হয়, তবে এখানকার মানুষ খুবই উপকৃত হবেন, সরকারের রাজস্বও বাড়বে।' উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'আলিপুরদুয়ার জেলাকে আমরা বিভিন্নভাবে সাজাতে চাইছি। এখানে একটা রবীন্দ্র ভবন, একটা মহিলা কলেজ, একটা সুপার মার্কেট করছি।' রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বক্তব্যের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। যে কাজই হোক, অপচয় বন্ধ করতে হবে।'

এদিনের বৈঠকে সরকারি খরচ কমানোর বিষয়টিও আধিকারিকদের ফের মনে করিয়ে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'গাড়ির অপব্যবহার, এসি, মিটিংয়ে বাড়তি খরচ- এইসব বন্ধ করতে হবে। যেটুকু না করলেই নয়, সেটুকুই শুধু করতে হবে। আমি যেখানে আছি, সেখানে গতকাল দেখছিলাম, এসি চলছে তো চলছেই। আমি নিজে গিয়ে বন্ধ করছি। এখানে যাঁরা ডিউটি করেন, তাঁদেরও তো দেখা উচিত।' মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন, এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে ভারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীদের কাউন্সেলিংয়ের প্রয়োজন আছে। বিরক্তির সুরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অনেকের এমন ভাব, যা যাচ্ছে সরকারের, আমার কী যায় আসে।'